ছাড়পত্রের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র:

সবুজ শ্রেণি (ছাড়পত্র):

১. নির্ধারিত ফরমে আবেদন (ফরম-৩) ও অনলাইনে আবেদন (ecc.doe.gov.bd);
২. উদ্যোক্তার জাতীয় পরিচয়পত্র;
৩. শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাবলী;
৪. কাঁচামালসহ উৎপাদন প্রক্রিয়ার ফ্লো-ডায়াগ্রাম ও উৎপন্ন দ্রব্য/ প্রকল্পের কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ;
৫. নির্ধারিত ফরম্যাটে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র (ইউ.পি চেয়ারম্যান/ পৌরসভার মেয়র/ কাউন্সিলর/ উপজেলা চেয়ারম্যান);
৬. সাইট লোকেশন ম্যাপ (চৌহদ্দী ও আশেপাশের উল্লেখযোগ্য স্থাপনা, রাস্তাঘাট চিহ্নিতকরণসহ দূরত্ব নির্দেশিত লোকেশন ম্যাপ);
৭. লে-আউট প্ল্যান;
৮. জমির মালিকানা দলিল/ খতিয়ান/ ভাড়ার চুক্তিপত্র;
৯. শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের বিনিয়োগ বিভাজন/ BIDA/ BSCIC / বস্ত্র অধিদপ্তরের নিবন্ধনপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
১০. ট্রেড লাইসেন্স (বিদ্যমান প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য);
১১. খতিয়ানসহ দাগ নম্বর চিহ্নিতপূর্বক পূর্ণাঙ্গ মৌজা ম্যাপ;
১২. ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের লাইসেন্স *(বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে)*;
১৩. BSTI এর লাইসেন্স *(বিদ্যমান প্রতিষ্ঠান: গুড়ো দুধ রিপ্যাকিং ও চা প্যাকিং এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)*
১৪. কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের লাইসেন্স *(বিদ্যমান প্রতিষ্ঠান: জৈবসার এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)*
১৫. বিস্ফোরক অধিদপ্তরের লাইসেন্স, সড়ক/ মহাসড়কের সাথে সংযোগ রাস্তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর অথবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র/ অনুমোদন *(সিএনজি/ অটো গ্যাস ফিলিং স্টেশন ও এলপিজি বোটলিং প্ল্যান্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)*
১৬. পরিবেশগত ছাড়পত্র ফি এবং ভ্যাট;
১৭. প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যাবলী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

সবুজ শ্রেণি (নবায়ন):

১. অনলাইনে আবেদন;
২. পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন ফি এবং ভ্যাট;
৩. হালনাগাদ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের লাইসেন্স;
৪. পরিবেশগত ছাড়পত্রের শর্তের পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় কাগজপত্রসমূহ; যেমন:
   - বিস্ফোরক অধিদপ্তরের লাইসেন্স;
   - সড়ক/ মহাসড়কের সাথে সংযোগ রাস্তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর অথবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র;
   - কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের লাইসেন্স

ছাড়পত্রের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র:

কমলা-ক শ্রেণি:

প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান: কমলা-ক শ্রেণি (অবস্থানগত ছাড়পত্র)

১. নির্ধারিত ফরমে আবেদন (ফরম-৩) ও অনলাইনে আবেদন (ecc.doe.gov.bd);
২. উদ্যোক্তার জাতীয় পরিচয়পত্র;
৩. শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাবলী;
৪. কাঁচামালসহ উৎপাদন প্রক্রিয়ার ফ্লো-ডায়াগ্রাম ও উৎপন্ন দ্রব্য/ প্রকল্পের কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ;
৫. নির্ধারিত ফরম্যাটে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র (ইউ.পি চেয়ারম্যান/ পৌরসভার মেয়র/ কাউন্সিলর/ উপজেলা চেয়ারম্যান);
৬. সাইট লোকেশন ম্যাপ *(চৌহদ্দী ও আশেপাশের উল্লেখযোগ্য স্থাপনা, রাস্তাঘাট চিহ্নিতকরণসহ দূরত্ব নির্দেশিত লোকেশন ম্যাপ)*;
৭. লে-আউট প্ল্যান;
৮. কঠিন ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিবরণ;
৯. জমির মালিকানা দলিল/ খতিয়ান/ ভাড়ার চুক্তিপত্র;
১০. শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের বিনিয়োগ বিভাজন/ BIDA/ BSCIC / বস্ত্র অধিদপ্তরের নিবন্ধনপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
১১. খতিয়ানসহ দাগ নম্বর চিহ্নিতপূর্বক পূর্ণাঙ্গ মৌজা ম্যাপ;
১২. পরিবেশগত ছাড়পত্র ফি এবং ভ্যাট;
১৩. প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যাবলী *(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)*।

অবস্থানগত ছাড়পত্র পাওয়ার পর কমলা-ক শ্রেণি (পরিবেশগত ছাড়পত্র)

১. অনলাইনে আবেদন (ecc.doe.gov.bd);
২. অবস্থানগত ছাড়পত্র নবায়ন ফি এবং ভ্যাট *(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)*;
৩. অবস্থানগত ছাড়পত্রের শর্তের পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় কাগজপত্রসমূহ; যেমন:
   - BIDA/ BSCIC / বস্ত্র অধিদপ্তরের নিবন্ধনপত্র;
   - ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের লাইসেন্স;
   - BSTI এর লাইসেন্স;
   - বন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত করাতকল ব্যবহারের লাইসেন্স/অনাপত্তিপত্র;
৪. প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যাবলী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।

বিদ্যমান প্রতিষ্ঠান: (পরিবেশগত ছাড়পত্র)

১. নির্ধারিত ফরমে আবেদন (ফরম-৩) ও অনলাইনে আবেদন (ecc.doe.gov.bd);
২. উদ্যোক্তার জাতীয় পরিচয়পত্র;
৩. শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাবলী;
৪. কাঁচামালসহ উৎপাদন প্রক্রিয়ার ফ্লো-ডায়াগ্রাম ও উৎপন্ন দ্রব্য/ প্রকল্পের কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ;
৫. নির্ধারিত ফরম্যাটে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র (ইউ.পি চেয়ারম্যান/ পৌরসভার মেয়র/ কাউন্সিলর/ উপজেলা চেয়ারম্যান);
৬. সাইট লোকেশন ম্যাপ *(চৌহদ্দী ও আশেপাশের উল্লেখযোগ্য স্থাপনা, রাস্তাঘাট চিহ্নিতকরণসহ দূরত্ব নির্দেশিত লোকেশন ম্যাপ)*;
৭. লে-আউট প্ল্যান;
৮. কঠিন ও পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিবরণ;
৯. জমির মালিকানা দলিল/ খতিয়ান/ ভাড়ার চুক্তিপত্র;
১০. শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের বিনিয়োগ বিভাজন/ BIDA/ BSCIC / বস্ত্র অধিদপ্তরের নিবন্ধনপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
১১. ট্রেড লাইসেন্স;
১২. খতিয়ানসহ দাগ নম্বর চিহ্নিতপূর্বক পূর্ণাঙ্গ মৌজা ম্যাপ;
১৩. ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের লাইসেন্স;
১৪. BSTI এর লাইসেন্স*(খাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)*
১৫. বন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত করাতকল ব্যবহারের লাইসেন্স/অনাপত্তিপত্র *(করাতকল বা কাঠ চেরাইয়ের জন্য প্রযোজ্য)*;
১৬. পরিবেশগত ছাড়পত্র ফি এবং ভ্যাট;
১৭. প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যাবলী *(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)*।

কমলা-ক শ্রেণি (পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন):

১. অনলাইনে আবেদন;
২. পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন ফি এবং ভ্যাট;
৩. পরিবেশগত ছাড়পত্রের শর্তের পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় কাগজপত্রসমূহ; যেমন:
   - বি.এস.টি.আই এর লাইসেন্স;
   - বন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত করাতকল ব্যবহারের লাইসেন্স/অনাপত্তিপত্র;
   - হালনাগাদ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের লাইসেন্স;

সবুজ শ্রেণি:

পরিবেশগত ছাড়পত্র

(ক) বিশেষ শর্তসমূহ:

১. এই ছাড়পত্র নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত জমিতে স্থাপিত শিল্প কারখানা/ প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য:

মৌজার নাম	দাগ নম্বর (সি.এস/ আর.এস/এস.এ/ বি.এস/ সিটি জরিপ)	জমির পরিমাণ	মোট জমি

২. এই ছাড়পত্র নিম্নবর্ণিত দ্রব্য/ পণ্য উৎপাদন বা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য:

ক্রমিক নম্বর	উৎপন্ন দ্রব্য/ পণ্য/ কার্যক্রমের নাম	উৎপন্ন দ্রব্য/ পণ্য/ কার্যক্রমের পরিমাণ (ঘণ্টা/ দৈনিক/ মাসিক/ বার্ষিক)
১.		
২.		

(খ) সাধারণ শর্তসমূহ:

১. প্রতিষ্ঠানটির কোনো কর্মকাণ্ড ও উৎপাদন প্রক্রিয়া দ্বারা কোনোভাবেই পরিবেশ (মাটি, পানি, বায়ু) দূষণ করা যাবে না।

২. পরিবেশ অধিদপ্তরে পূর্বানুমতি ব্যতীত উৎপাদন প্রক্রিয়া বা কার্যক্রম বৃদ্ধি, নতুন যন্ত্রপাতি স্থাপন, জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনো প্রকার পরিবর্তন করা যাবে না।

৩. প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম দ্বারা সৃষ্ট শব্দের মাত্রা শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬-এর তফসিল-১ এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে রাখতে হবে।

৪. প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য পৃথকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। পচনশীল বর্জ্য জৈবসার উৎপাদন কাজে ব্যবহার করতে হবে অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণ নিশ্চিত করতে হবে। অপচনশীল বর্জ্য পুনচক্রায়নের (Recycle) লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তর করতে হবে।

৫. প্রতিষ্ঠানটি সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

৬. কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটিতে সোলার পাওয়ারসহ ও লাইটিং কাজে এনার্জি সেভিং বাল্ব ব্যবহার করতে হবে।

৭. ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার হ্রাসকল্পে Rain water harvesting System গড়ে তুলতে হবে।

৮. প্রতিষ্ঠানের খালি জায়গায় দেশিয় প্রজাতির গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

৯. প্রতিষ্ঠানের কর্মরত স্টাফ/ কর্মচারী/ শ্রমিকদেরকে পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

১০. প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য সুপেয় পানীয় জলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানটিতে স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এবং তা সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

১১. ছাড়পত্রের মূলকপি এবং পরবর্তীতে প্রাপ্ত নবায়নের সর্বশেষ কপি প্রতিষ্ঠানটিতে সংরক্ষণ করতে হবে এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের কোনো কর্মকর্তা পরিদর্শনে গেলে তা প্রদর্শন করতে হবে।

১২. এ ছাড়পত্র ০৩(তিন) বছরের জন্য প্রযোজ্য। ছাড়পত্রের মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত ৩০(ত্রিশ) দিন পূর্বে নবায়নের জন্য আবেদন দাখিল করতে হবে।

১৩. প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য অন্যান্য দপ্তর বা সংস্থার প্রয়োজনীয় লাইসেন্স/ অনাপত্তি/ ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।

১৪. এ ছাড়পত্র প্রতিষ্ঠানটির ভূমির মালিকানা/ স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

১৫. এ পর্যায়ে প্রাপ্ত ও পরিবেশিত তথ্যের ভিত্তিতে এ ছাড়পত্র প্রদান করা হলো। পরবর্তীতে কোনো তথ্য অসম্পূর্ণ, ত্রুটিপূর্ণ, অসত্য কিংবা গোপন করা হয়েছে মর্মে প্রমাণিত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল হতে পারে।

১৬. উপর্যুক্ত শর্ত এবং পরিবেশগত ছাড়পত্রের প্রদত্ত অন্যান্য শর্তাবলী প্রতিপালনে ব্যর্থ হলে ছাড়পত্র বাতিল হতে পারে এবং বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত-২০১০) এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কমলা-ক শ্রেণি:

অবস্থানগত ছাড়পত্র

(ক) বিশেষ শর্তসমূহ:

১. এই ছাড়পত্র নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত জমিতে স্থাপিত শিল্প কারখানা/ প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য:

মৌজার নাম	দাগ নম্বর (সি.এস/ আর.এস/এস.এ/ বি.এস/ সিটি জরিপ)	জমির পরিমাণ	মোট জমি

২. এই ছাড়পত্র নিম্নবর্ণিত দ্রব্য/ পণ্য উৎপাদন বা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য প্রযোজ্য:

ক্রমিক নম্বর	উৎপন্ন দ্রব্য/ পণ্য/ কার্যক্রমের নাম	উৎপন্ন দ্রব্য/ পণ্য/ কার্যক্রমের পরিমাণ (ঘণ্টা/ দৈনিক/ মাসিক/ বার্ষিক)
১.		
২.		

৩. কারখানার গ্যাসীয় নিঃসরণের জন্য ফিউম হুড/ একজস্ট ফ্যান এবং চিমনি স্থাপন করতে হবে।

৪. কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমনের জন্য অয়েল গ্রিজ ট্রেপসহ সোকপিট নির্মাণ করতে হবে।

৫. কারখানার পয়বর্জ্য নির্গমনের জন্য যথাযথ ক্ষমতার সোকপিটসহ সেপ্টিক ট্যাঙ্ক নির্মাণ করতে হবে *(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)*।

(খ) সাধারণ শর্তসমূহ:

১. প্রতিষ্ঠানটির অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম দ্বারা কোনোভাবেই পরিবেশ (মাটি, পানি, বায়ু) দূষণ করা যাবে না।

২. পরিবেশ অধিদপ্তরে পূর্বানুমতি ব্যতীত উৎপাদন প্রক্রিয়া বা কার্যক্রম বৃদ্ধি, নতুন যন্ত্রপাতি স্থাপন, জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনো প্রকার পরিবর্তন করা যাবে না।

৩. প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম দ্বারা সৃষ্ট শব্দের মাত্রা শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬-এর তফসিল-১ এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে রাখতে হবে।

৪. প্রতিষ্ঠানটির নির্মাণ কার্যক্রমের ফলে সম্ভাব্য বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে নির্মাণ সামগ্রি ঢেকে রাখতে হবে এবং উন্মুক্ত স্থান হতে সৃষ্ট ধুলা-বালি নিয়ন্ত্রণে নির্দিষ্ট সময় পর পর পানি স্প্রে করতে হবে;

৫. কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটিতে সোলার পাওয়ারসহ ও লাইটিং কাজে এনার্জি সেভিং বাল্ব ব্যবহার করতে হবে।

৬. ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার হ্রাসকল্পে Rain water harvesting System গড়ে তুলতে হবে।

৭. প্রতিষ্ঠানের খালি জায়গায় দেশিয় প্রজাতির গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

৮. প্রতিষ্ঠানের কর্মরত স্টাফ/ কর্মচারী/ শ্রমিকদেরকে পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

৯. প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য সুপেয় পানীয় জলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানটিতে স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এবং তা সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

১০. অবস্থানগত ছাড়পত্রের মূলকপি প্রতিষ্ঠানটিতে সংরক্ষণ করতে হবে এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের কোনো কর্মকর্তা পরিদর্শনে গেলে তা প্রদর্শন করতে হবে।

১১. প্রতিষ্ঠানটির অবকাঠামো নির্মাণ, যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা বাস্তবায়নের পর পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন দাখিল করতে হবে।

১২. পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু বা প্রকল্প চালু করা যাবে না।

১৩. প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য অন্যান্য দপ্তর বা সংস্থার প্রয়োজনীয় লাইসেন্স/ অনাপত্তি/ ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।

১৪. এ ছাড়পত্র ০১(এক) বছরের জন্য প্রযোজ্য। ছাড়পত্রের মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত ৩০(ত্রিশ) দিন পূর্বে নবায়নের জন্য আবেদন দাখিল করতে হবে।

১৫. এ ছাড়পত্র প্রতিষ্ঠানটির ভূমির মালিকানা/ স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

১৬. এ পর্যায়ে প্রাপ্ত ও পরিবেশিত তথ্যের ভিত্তিতে এ ছাড়পত্র প্রদান করা হলো। পরবর্তীতে কোনো তথ্য অসম্পূর্ণ, ত্রুটিপূর্ণ, অসত্য কিংবা গোপন করা হয়েছে মর্মে প্রমাণিত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল হতে পারে।

১৭. উপর্যুক্ত শর্ত এবং অবস্থানগত ছাড়পত্রের প্রদত্ত অন্যান্য শর্তাবলী প্রতিপালনে ব্যর্থ হলে ছাড়পত্র বাতিল হতে পারে এবং বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত-২০১০) এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

কমলা-ক শ্রেণি:

পরিবেশগত ছাড়পত্র

(ক) বিশেষ শর্তসমূহ:

১. এই ছাড়পত্র নিম্নবর্ণিত তফসিলভুক্ত জমিতে স্থাপিত শিল্প কারখানা/ প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য:

মৌজার নাম	দাগ নম্বর (সি.এস/ আর.এস/এস.এ/ বি.এস/ সিটি জরিপ)	জমির পরিমাণ	মোট জমি

২. এই ছাড়পত্র নিম্নবর্ণিত দ্রব্য/ পণ্য উৎপাদন বা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য:

ক্রমিক নম্বর	উৎপন্ন দ্রব্য/ পণ্য/ কার্যক্রমের নাম	উৎপন্ন দ্রব্য/ পণ্য/ কার্যক্রমের পরিমাণ (ঘণ্টা/ দৈনিক/ মাসিক/ বার্ষিক)
১.		
২.		

৩. কারখানার গ্যাসীয় নিঃসরণের জন্য ফিউম হুড/ একজস্ট ফ্যান এবং চিমনি কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

৪. কারখানার পয়বর্জ্য নির্গমনের জন্য যথাযথ ক্ষমতার সোকপিটসহ সেপ্টিক ট্যাঙ্ক নির্মাণ করতে হবে *(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)*।

(খ) সাধারণ শর্তসমূহ:

১. প্রতিষ্ঠানটির কোনো কর্মকাণ্ড ও উৎপাদন প্রক্রিয়া দ্বারা কোনোভাবেই পরিবেশ (মাটি, পানি, বায়ু) দূষণ করা যাবে না।

২. পরিবেশ অধিদপ্তরে পূর্বানুমতি ব্যতীত উৎপাদন প্রক্রিয়া বা কার্যক্রম বৃদ্ধি, নতুন যন্ত্রপাতি স্থাপন, জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনো প্রকার পরিবর্তন করা যাবে না।

৩. প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম দ্বারা সৃষ্ট শব্দের মাত্রা শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬-এর তফসিল-১ এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে রাখতে হবে।

৪. প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রমের ফলে সৃষ্ট পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্য পৃথকভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। পচনশীল বর্জ্য জৈবসার উৎপাদন কাজে ব্যবহার করতে হবে অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পরিবেশসম্মতভাবে অপসারণ নিশ্চিত করতে হবে।

৫. প্রতিষ্ঠানটি সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

৬. কার্বন নিঃসরণ হ্রাসের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটিতে সোলার পাওয়ারসহ ও লাইটিং কাজে এনার্জি সেভিং বাল্ব ব্যবহার করতে হবে।

৭. ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার হ্রাসকল্পে Rain water harvesting System গড়ে তুলতে হবে।

৮. প্রতিষ্ঠানের খালি জায়গায় দেশিয় প্রজাতির গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

৯. প্রতিষ্ঠানের কর্মরত স্টাফ/ কর্মচারী/ শ্রমিকদেরকে পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

১০. প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য সুপেয় পানীয় জলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রতিষ্ঠানটিতে স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এবং তা সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

১১. ছাড়পত্রের মূলকপি এবং পরবর্তীতে প্রাপ্ত নবায়নের সর্বশেষ কপি প্রতিষ্ঠানটিতে সংরক্ষণ করতে হবে এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের কোনো কর্মকর্তা পরিদর্শনে গেলে তা প্রদর্শন করতে হবে।

১২. এ ছাড়পত্র ০১(এক) বছরের জন্য প্রযোজ্য। ছাড়পত্রের মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত ৩০(ত্রিশ) দিন পূর্বে নবায়নের জন্য আবেদন দাখিল করতে হবে।

১৩. প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য অন্যান্য দপ্তর বা সংস্থার প্রয়োজনীয় লাইসেন্স/ অনাপত্তি/ ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।

১৪. এ ছাড়পত্র প্রতিষ্ঠানটির ভূমির মালিকানা/ স্বত্ব নির্ধারণ করে না।

১৫. এ পর্যায়ে প্রাপ্ত ও পরিবেশিত তথ্যের ভিত্তিতে এ ছাড়পত্র প্রদান করা হলো। পরবর্তীতে কোনো তথ্য অসম্পূর্ণ, ত্রুটিপূর্ণ, অসত্য কিংবা গোপন করা হয়েছে মর্মে প্রমাণিত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল হতে পারে।

১৬. উপর্যুক্ত শর্ত এবং পরিবেশগত ছাড়পত্রের প্রদত্ত অন্যান্য শর্তাবলী প্রতিপালনে ব্যর্থ হলে ছাড়পত্র বাতিল হতে পারে এবং বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত-২০১০) এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।